সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

ভোটের আর মাত্র দুদিন বাকী আগামী ৩০ জানুয়ারী ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। মাইক আর মিছিলের শব্দে মূখর ছিল হরিণাকুণ্ডু পৌর এলাকা। পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

প্রচার প্রচারণায় নৌকা প্রতীক এগিয়ে থাকলেও, ধানেরশীষ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর জগ প্রতীকের ত্রীমূখী লাড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান পৌরসভার কাউন্সিলর ফারুক হোসেনের পক্ষে রয়েছে দলের সর্বোচ্চ সমর্থণ।

তাছাড়া ক্ষমতাসিন দলের প্রার্থী পাশ করলে এলাকার বেশী উন্নয়ন হবে বলে সাধারণ ভোটাররা মনে করেন। দলের নেতা কর্মীরাও মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা দিয়ে ভোট চাচ্ছেন, একারণে পাশ করার ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদি।

অন্য দিকে বিএনপি একসময়ের দখলে থাকা এই পৌরসভাটি পূনরুদ্ধারের চেষ্ঠা করছেন, তারা মনে করেন পর পর দু’বার জোর করে ভোট কেঁটে তাদের কে ফেল করানো হয়েছে এবার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারাই পাশ করবেন।
এছাড়া আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন বঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য তার বাবা ছিলেন এলাকার দীর্ঘদিনের ইউপি চেয়ারম্যান, পরবর্তীতে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাই ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমান আওয়ামী লীগের সদ্য বহিস্কৃত নেতা।

পৌরসভার নির্বাচনকে ঘিরে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক ও বর্তমান মেয়রসহ ৬জনকে বহিস্কার করা হয়েছে সে কারণে অনেকেই মনে করেন আওয়ামী লীগে বিভেদ রয়েছে তাই আওয়ামী লীগের একটি বৃহৎ অংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেবেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা বলেন বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করছে এবং ভোট সেন্টারে না যাওয়ার জন্য চাপ দেচ্ছেন ক্ষমতাসীন, প্রচার

প্রচারনায় বাঁধা প্রদানসহ নির্বাচনী অফিস ও মাইক ভাংচুর করা হচ্ছে। তারা মনে করে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী নাসির উদ্দীন ভাল ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

সববিবেচনায় সাধারণ ভোটারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ধারণা করা হচ্ছে এবার মেয়র পদে নির্বাচনে লড়ায় হবে ত্রীমূখী।

গত ১১ জানুয়ারী প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা জোরেশোরে চালাচ্ছেন প্রচার প্রচারণা। চলছে প্রার্থীদের নিয়ে ভোটারদের নানামূখী আলোচনা। কেউ কেউ আবার অবাধ সুষ্ঠু ভোট গ্রহন নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করছেন।
তবে প্রশাসনের রয়েছে তিক্ষè নজরদারী, অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেবে বলে প্রশাসনের উচ্চ মহল থেকে জানানো হয়েছে।

আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জনপ্রিয় কাউন্সিলর ফারুক হোসেন বলেন, সুখে দুঃখে সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকতে চাই, তাই আমি আশাকরি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবে।

বিএনপি দলীয় মেয়র প্রার্থী ও পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ জিন্নাতুল হক খান বলেন হুমকী ধামকী সত্বেও এখনো পর্যন্ত এলাকায় ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ বিরাজ করছে যদি ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকে তাহলে আমি শতভাগ আশাবাদী আগামীতে আমি হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হব।

স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিক বলেন, আমি দীর্ঘদিন পারিবারিক ভাবে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে আছি। স্থানীয় ও বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। আমার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তারা নানামূখী উস্কানিমূলক কর্মকান্ড চালাচ্ছে, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবো।

সাধারণ পৌরবাসীর দাবী সংঘাত, সংর্ঘষহীন নিরপেক্ষ ও শান্তি পূর্ণ ভোটের মাধ্যেম তাদের যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হোক।

হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৫ জন। মহিলা ৮৬৮৩ পুরুষ ৮৩৯২ জন । ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ০৯টি। নির্বাচনের দিন ন্যূনতম এক প্লাটুন (স্ট্রাইকিং) ফোর্স বিজিবি টহলে থাকবে।

প্রতি টিমে একজন ম্যাজিট্রেট, এছাড়াও ৯ টি কেন্দ্রে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্বক্ষানীক দায়িত্বে থাকবেন, সাথে পুলিশ সদস্য, আনসার, ভিডিপি সদস্য প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান নিয়োজিত থাকবে।

৩০ জানুয়ারী নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকা থাকবে পৌরসভার সকল কেন্দ্র ও তার আশপাশের এলাকা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার রোকনুজ্জামান।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০জানুয়ারী তৃতীয় ধাপের পৌরনির্বাচনে হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২৬জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

গাংনীতে মাদকসহ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা ফেনসিডিল, মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার ভোরের দিকে ধলা সীমান্ত ফাঁড়ি বিজিবি সদস্যরা টহলের সময় ধলার মাঠ থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১০ বোতল মদ এবং ২’শ পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ধলা সীমান্তে বিজিবি নায়েক ফারুক সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিজিবি টহল দল টহল শেষে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় মদ, ফেন্সিডিল ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেন।

ঝিনাইদহে শত্রুতা করে ঝাড়ের বাঁশ কেটে তছরুপ

পূর্বশত্রুতার জের ধরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঝিনাইদহে এবার বাঁশের ঝাড় থেকে প্রায় ২’শ বাঁশ কেটে তছরুপ করেছে প্রতিপক্ষরা। ঘটনাটি ঘটেছে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বয়ড়াতলা গ্রামে।

ভুক্তভোগি সোহরাব হোসেন অভিযোগ করেন, একই গ্রামের প্রতিবেশী মোদাচ্ছের শাহ এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার পক্ষের নজরুল ইসলাম, বাদশা বিশ্বাস, আকমল সর্দার, শহীদুল মোল্লা, সবুজ শাহ্, আলীরাজ, সাজনসহ অজ্ঞাতনামা ৮/১০ জন লোক জোট বেধে দেশীয় অস্ত্রসহ আমার বাড়িতে অনাধিকার প্রবেশ করে।

এ সময় মোদাচ্ছের শাহ্ এর হুকুমে উল্লেখিত ব্যক্তিরা আমাদেরকে অকাথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। সে সময় তাদেরকে নিষেধ করলে তারা লাঠিসোটা দিয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রী সালেহা বেগম, ভাই বউ আসমা খাতুন, ভাই আবুল কাশেম, ফারুক হোসেন, জিল্লুর রহমানসহ আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পিটিয়ে জখম করে।

এ সময় তারা আমার স্ত্রী ও ভাইয়ের বউয়ের গলাই থাকা দুটি সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয় এবং ঘরে ঢুকে তারা বাক্সভেঙ্গে নগদ টাকা লুট করে। পরে তারা বাঁশঝাড়ে গিয়ে প্রায় ২’শ টি বাঁশ কেঁটে নেয়। এ সময় আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা হুমকি দিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনায় সোহরাব হোসেন বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ না পেলেও ঘটনাটি আমি শুনেছি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।

দু’পক্ষের ৫ জনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে।

এটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহ পিবিআই’র তদন্তে তিন কোটি টাকার প্রতারক চক্রের মূল হোতা গ্রেফতার

প্রতারণা মামলার তিন কোটি টাকার প্রতারক চক্রের মূল হোতাকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই। পিবিআই’র ইন্সপেক্টর সরদার বাবার আলী, ইন্সপেক্টর আমির আব্বাস, এস আলম ও এস আই তোইহিদ র্ফোসসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং ০৭ তারিখ ০৬/০১/২০২১ ধারা ৪০৬/৪২০/৪০৩/১০৯ পেনালকোড আসামি আকতারুজ্জামান ওরফে ছালাম (৬০) (বিভিন্ন শিল্পীপতিসহ সমাজের নীরহ লোকদের সাথে দীর্ঘদিন যাবত প্রতারণা করে আসছিল)।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের উদ্দ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

মেহেরপুরে পানি উন্নয়ন বিভাগ (বাপাউবো) এর উদ্দ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ (বাপাউবো) এই সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী

প্রকৌশল শাহিনুর জামান, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর সাধারণ সভাপতি আরিফুল এনাম বকুল,

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদক সাইদুর রহমান, শহর সে¦চ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুয়েল বিশ্বাসসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী বৃন্দ।
অনুষ্টানটির সঞ্চালনায় ছিলেন দিপু।

আলমডাঙ্গায় এএমবি ইট ভাটায় পুড়ছে বনজ কাঠ

আলমডাঙ্গার কুমারি এএমবি ইট ভাটায় পুড়ছে বনজ কাঠ। পরিবেশ দূষন হলেও কর্তৃপক্ষ নিরব। দীর্ঘদিন প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এ ভাটায় ইট পুড়িয়ে রমরমা ব্যবসা পরিচালনা করছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের সরকারি নির্মিত ভ্যাটেনারি কলেজ প্রাঙ্গণে দীর্ঘদিন অবৈধ ভাবে ভাটা পরিচালনা করে আসছে। এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ঘন বসতবাড়ি উপেক্ষা করেই ভাটায় বনজ খড়ি পুড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে।

প্রশাসন আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলেও এ ইট ভাটায় অদৃশ্য ছায়ায় প্রশাসনের চোঁখ এড়িয়ে যায়।

এদিকে, এএমবি ইট ভাটায় অজস্র মাটি ও ইটের গাড়ি যাতায়াতের কারণে গ্রামীণ রাস্তা ও প্রধান রাস্তায় মাটি পড়ে থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় এলাকাবাসীকে।

এছাড়াও, মাটি পড়ার কারণে রাস্তায় ব্যাপক ধূলার সৃষ্টি হচ্ছে হচ্ছে। ভাটা কতৃপক্ষকে এলাকাবাসী জানালেও তারা কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বরং তাদের উপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাচ্ছে।

ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর বিষয়ে ভাটা মালিক আব্দুল মজিদের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, আমাদের ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর অনুমোদন আছে। আমরা খড়ি পোড়াই আর যাই করি তোমাদের কোন সমস্যা।

আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে সভা অনুষ্টিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলীর সভাপতিত্বে, অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আয়ুব হোসেন। তিনি বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি, আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন প্রতিষ্টা লাভ করবে, এ বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তি পালন করব, তার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্রমুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত করাবে, কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না, মাদক কে আমরা বয়কট করেছি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।

বর্তমানে আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো আছে, বিশেষ করে বর্তমান ওসি সাহেব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভলো রাখতে স্বর্বাত্বক চেষ্টা করছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মার্জাহান নিতু, সহকারি কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির, উপজেলা প.প.কর্মকর্তা ডাঃ হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, জেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি নুুরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি কাউছার আহম্মেদ বাবলু, সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরু। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির।

সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, কৃষি অফিসার সোহরোয়ার্দী, শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, বিআর ডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার।

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, মৎস সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাহিনা আক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা, খাদ্যকর্মকর্তা মোফাখ্ খাইরুল, ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় থানার অফিসার ইনচার্জসহ বক্তাগণ বলেন করোনাকালীন আমদের সকলেই পরিবার পরিজনসহ সকলকে নিয়ে সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাছে। আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সরকার করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করবে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৩ হাজার ৬ শত ভ্যাকসিন পেয়েছি।

জীবননগর পৌর নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২ জনসহ শেষ দিনে মেয়র পদে ১ প্রার্থীর মনোনয়ন

পত্র প্রত্যাহার

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে সমাগম ছিল উপজেলা পরিষদ।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন কাউন্সিলর পদে ৪০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৯ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে মেয়র প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মনোনীত ধানের শীর্ষের প্রার্থী শাজাহান কবির, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জীবননগর পৌর সভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং ইসলামী আন্দোলনের মনোনীত হাত পাখার প্রার্থী খোকন মিয়া মেয়র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। শেষ দিনে পৌর নির্বাচন থেকে মেয়র পদ থেকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং কাউন্সিলর পদ থেকে দুই জন প্রার্থী প্রত্যাহার করেন ।

আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুরে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বামা মেশিন দিয়ে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করছে ইউনিয়ন পরিষদের দুই মেম্বর। সরকারি কাজের নামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম ভাঙ্গিয়ে দীর্ঘদিন এ বালি ব্যবসা চালিয়ে আসছে তারা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর ও নাগদাহ গ্রামের সারোয়ার মেম্বর দলবদ্ধ ভাবে এ

বালি উত্তোলন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণে বসতবাড়ি ও বাগানের পাশের পুকুর থেকে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এ বালি গুলো সরকারি আশ্রয় প্রকল্পের নামে উত্তোলন করা হলেও তা খুচরা বাজারে ও বিভিন্ন বাড়ির কাজের জন্য বিক্রয় করে।

এ দিকে, গত নভেম্বর মাসে নাগদাহ ইউনিয়নে এ দুই ইউপি সদস্যদের যোগসাজসে বলিয়ারপুর গ্রামের মাঠের মধ্য থেকে প্রায় ৩ শতাধীক গাড়ি বালি উত্তোলন করে। যার বাজার মূল্য ৩ লক্ষাধিক টাকা।

এ বালিগুলো নাগদাহ ও খাসকররা ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য উত্তোলন করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলি নির্দেশ প্রদান করেন।

মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী বালি উত্তোলন করে খুচরা বসত বাড়িতে বিক্রয় করে। আবারো নাগদাহ ও খাসকররা, জামজামি ইউনিয়নের প্রকল্পের নামের বালি উত্তোলনের নির্দেশ দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ বালি উত্তোলনের ঘটনায় আলমডাঙ্গার বালি ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা ত্রিব্য সমালোচনা করেন। বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কোটি কোটি টাকার রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি কাজ স্থগিত রয়েছে। তবে, ইউপি সদস্যদের কেনো মৌখিক অনুমোদনের নামে তাদের বালি ব্যবসায় সহযোগীতা করছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ ঘটনায় কয়েকজন বালি ব্যবসায়ী বলেন, বালি ব্যবসা করে আমরা সংসার চালিয়ে খেতাম। বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে আমরা কষ্টে জীবন যাপন করছি।

জেলা ও উপজেলা ঠিকাদারেরা জানান, প্রশাসনের চাপের কারণে আমরা বালি পাচ্ছি না। বালি না পাওয়ায় কোটি কোটি টাকার সরকারি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কোটচাঁদপুরে ফেসবুকের বদৌলতে রোধ হল বিদ্যুৎ অপচয়

ফেসবুকের বদৌলতে রোধ করা সম্ভব হল বিদ্যুৎ অপচয়। ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে পানি, রাস্তা- ঘাট, ড্রেন ও রোড লাইটের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। গেল ৫ বছর যাবৎ এ ওয়ার্ডের রোড লাইট জ্বলেনি কোন দিনই এমন অভিযোগ ওয়ার্ডবাসীর।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা বলেন, তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ ওয়ার্ডের রোড লাইট জ্বলতে থাকে। তা আবার বিরামহীন ভাবে দিন-রাত। গেল রবিবার ওই এলাকায় নিউজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঘুরতে যায় দুই জন গণমাধ্যম কর্মী। তাদের নজরে আসে দিনের বেলা রোড লাইট জ্বলার দৃশ্য। ওই দৃশ্যের ছবি তোলেন তারা। আপলোড দেন ফেসবুকে। বিষয়টি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যথা নিয়মে জ্বলা বন্ধ হয় রোড লাইট।

এ বিষয়ে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রভাষক আলতাপ হোসেন প্রকৌশলীকে জানালে তিনি এর কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং বিরক্তি প্রকাশ করেন, এমনটাই জানালেন তিনি। এ দিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ২ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এরপরও দিন-রাত একটি ওয়ার্ডে কিভাবে রোড লাইট জ্বলে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

কথা হয় প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদের সঙ্গে, তিনি বলেন এটা আমি জানতাম না। গতকালকে একজন ফোন করে আমাকে বলেছিল। আর আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। এরপর তিনি লোক পাঠান সরেজমিনে ওই ওয়ার্ড পরিদর্শনে। এর আগেই তা বন্ধ হয়ে যায় ফেসবুকের বদৌলতে। এদিকে বিদ্যুৎ অপচয়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।